# ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আ'লা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ, হজ্জ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে মক্কার প্রান্তরে "আরাফাত" নামক স্থানে অবস্থান করা ও এর আগে ও পরে কাবাঘর তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়া সাঈ করা, মিনায় অবস্থান করা, মিনার জামারাতগুলিতে কাঁকর নিক্ষেপ করা, হজ্জের কুরবানী বা হাদী জবাই করা, মাথা মুণ্ডন করা, এ সকল কর্মের মধ্যে আলাহর যিকির করা, দোয়া করা ইত্যাদি হলো হজ্জের কার্যসমূহ। উমরাহ হলো সংক্ষিপ্ত হজ্জ। বছরের যে কোন সময়ে নির্ধারিত স্থান থেকে ইহরাম করে মক্কায় যেয়ে নির্দিষ্ট নিয়মে আলাহর যিকিরের সাথে কাবাঘর সাতবার তাওয়াফ করা, সাফা মারওয়ার মাঝে সাতবার সাঈ করা ও এরপর মাথার চুল কাটা বা ছাঁটা হলো উমরা। জীবনে একবার উমরাহ আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ বা ওয়াজিব। এরপর নফল উমরাহ পালন করা যায়। মক্কা মুকাররামাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম এমন প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও মহিলার জন্য জীবনে একবার হজ্জ আদায় করা ফরজ। কেউ হজ্জের আবশ্যকীয়তা বা ফরয হওয়া অস্বীকার করলে তাকে অমুসলিম বলে গণ্য করা হবে। আর যদি কোন সক্ষম ব্যক্তি হজ্জ ফরয মানা সত্ত্বেও তা আদায় না করেন তাহলে তিনি কঠিন পাপের মধ্যে নিপতিত হবেন এবং ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয় রয়েছে। হজ্জের আহকামগুলি সুন্দরভাবে জেনে নেবেন। বিশেষ করে সুন্নাত জানার ও মানার জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করবেন।

আপনাদের অনেকেই হজ্জ করেন নি। হজ্জ করার ইচ্ছাও অনেকের নেই। কারণ হজ্জ কখন কার উপর ফরয হয় তা আমরা অনেকেই ভালভাবে জানি না। নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচ মিটিয়ে মক্কা শরীফে যাওয়ার খরচ বহনের ক্ষমতা হলেই হজ্জ ফরয হয়ে যায়। এমনকি কারো যদি নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি থাকে, যে জমির ফসল না হলেও তার বৎসর চলে যায়, অথবা অতিরিক্ত বাড়ি থাকে যে বাড়ি তার ব্যবহার করতে হয় না, বরং ভাড়া দেওয়া, অথচ যে বাড়ির ভাড়া না হলেও তার বছর চলে যায় তবে সেই জমি বা বাড়ি বিক্রয় করে হজ্জে যাওয়া ফরয হবে বলে অনেক ফকীহ সুস্পষ্টত উলেখ করেছেন। তাহলে চিন্তা করুন! আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা প্রতি বৎসর প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা দিয়ে নতুন জমি কিনছেন, বাড়ি বানাচ্ছেন বা বিনিয়োগ করছেন, অথচ হজ্জ

# হজ্জের আধ্যাত্মিক শিক্ষা

## প্রথম মজলিস

আলহামদু লিল্লাহ্, .....

আমরা আজ হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা করব। হজ্জ করার পূর্বে যে বিষয়টি আমাদের জানতে হবে, সেটা হল হজ্জ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। প্রত্যেক ব্যক্তির মনে এই আকাঙ্ক্ষা থাকবে যে আমি খুব দ্রুতই হজ্জ করব।

বিশেষ করে যুবকদের– তারা তাদের যৌবনের শুরুতেই হজ্জ করার চেষ্টা করবে। আমাদের দেশে এক সময় ট্রেডিশন ছিল বৃদ্ধ বয়সে হজ্জ করা। এখন তা কমে আসছে।

হজ্জ পরিপূর্ণ সুন্নাত মোতাবেক বৃদ্ধ বয়সে আদায় করা যায় না। হজ্জ যৌবনের ইবাদত, পরিশ্রমের ইবাদত এবং যৌবন পার হয়ে গেলে এই ইবাদত সঠিকভাবে আদায় করা যায় না। যেমন মনে করেন, একজন ব্যক্তি চেয়ারে বসে অথবা মাটিতে বসে নামায পড়ছে অসহায় মাজুর অবস্থায়। কিন্তু নামায বসে পড়ার ইবাদত নয়, নামায দাঁড়িয়ে পড়ার ইবাদত ।

ঠিক তেমনিভাবে হজ্জ হচ্ছে, বৈরী পরিবেশে প্রচণ্ড গরমে রোদের ভেতর ৫০-৬০ কি.মি. একই দিনে হাঁটা; প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে ১০-১২ কি.মি. হাঁটা, সাই করা– এই জাতীয় পরিশ্রমের কাজ।

কাজেই বৃদ্ধ হয়ে গেলে যাদের ঘন ঘন বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, হাঁটতে পারেন না, শরীরে ব্যথা তারা এই পরিশ্রমের কাজগুলো সঠিকভাবে আদায় করতে পারেন না। এজন্য আমাদের সকলের মনে এই আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে, আমি খুব দ্রুতই হজ্জ করব। আমার দেখা যে অভিজ্ঞতা, যদি কারো মনে আগ্রহ খুব ভাল হয়, আল্লাহ ব্যবস্থা করে দেন।

আমি যখন রিয়াদে ছিলাম এক বাঙালি যুবক আমার কাছে আসত। সে আমাকে প্রায় সময় বলত, ভাই আমার জন্য দুআ করেন। আমার খুবই ইচ্ছা হজ্জ করার। কিন্তু আমার মালিক আমাকে অনুমতি দিচ্ছেন না। বলে আগামী বছর যেয়ো। কিন্তু হজ্জ করতে না পারার জন্য আমার মনে খুব কষ্ট হচ্ছে। সৌদি আরবে নিয়ম হল, মালিক অনুমতি না দিলে কোনো কর্মচারী হজ্জ করতে পারে না।

আমি তাকে আল্লাহর কাছে দুআ করতে বললাম। পরবর্তীতে মক্কায় গিয়ে দেখি ঐ ব্যক্তি হজ্জে উপস্থিত। বলল, আল্লাহ আমার দুআ কবুল করেছেন। আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে, আমার অস্থিরতা দেখে মালিক হজ্জের অনুমতি দিয়েছেন। এ জন্য আমাদের সকলকেই হজ্জ বিষয়ে সচেতন এবং সক্রিয় থাকতে হবে।

আর একটা বিষয় হচ্ছে, হজ্জ আমাদের জীবনে এক বারই ফরয। এটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু এর মানে এই নয়, হজ্জ জীবনে একবারই করতে হয়।

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমরা বারবার হজ্জ ও উমরাহ করতে থাকো। সুন্দরভাবে একটার পর একটা হজ্জ ও উমরাহ করতে থাকো। এর ফলে আল্লাহ তোমাদের দুটি জিনিস দূর করে দিবেন:

১. তোমাদের দরিদ্রতা মিটিয়ে দিবেন, অভাব দূর করে দিবেন। তোমরা হজ্জ করলে ধনী হয়ে যাবে, সচ্ছল হয়ে যাবে।

২. আর তোমাদের গুনাহগুলোকে আল্লাহ হজ্জের কারণে দূর করে দিবেন।

কাজেই হজ্জের মাধ্যমে আল্লাহর মেহমান হবার চিন্তা আমাদের সবার থাকতে হবে। এ মেহমান হতে গিয়ে যখন হজ্জের সিদ্ধান্ত নিই তখন হজ্জের উপর লেখা অনেক বই আমরা পড়ি। হজ্জের উপরে লেখা অনেক বই বাজারে পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক কথা বইয়ে লেখা থাকে না। ফলে হাজিরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে পারেন না।

এর একটা উদাহরণ দিয়ে আমি আমার ১ম পর্বের মূল আলোচনা শুরু করব। আল্লাহ কুরআন কারীমে হজ্জ ফরয হওয়ার নির্দেশ দিয়ে কী বলেছেন? তা কি আমরা জানি?

মহান আল্লাহ সূরা বাকারায় বলেন, হজ্জ নির্ধারিত– হজ্জের সময় নির্ধারিত কয়েকটা মাস। যারা হজ্জের মাসে হজ্জের সিদ্ধান্ত নিবে, হজ্জ করার নিয়ত করবে, তারা কোনো অশালীন কাজ করতে পারবে না, কোনো গুনাহের কাজ ও কথা বলতে পারবে না এবং কোনো ঝগড়া করতে পারবে না।

এই তিনটি বিষয়ের কথা আল্লাহ হজ্জের ভেতরে কেন বললেন? মাঝে মাঝে চিন্তা করি। আমি ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর রহমত ও দয়া পাওয়া গুনাহগার বান্দা হিসাবে শুকরিয়া আদায় করি। আল্লাহ দয়া করে আমাকে দীর্ঘ দিন হারামাইন

শরীফের পাশে রেখেছিলেন। ১৯৮১ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত একটানা ১৭ বছর ছিলাম। এরপরে সুযোগ হলে মাঝে মাঝে যাচ্ছি।

এই দীর্ঘ দিনের হজ্জের অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয়, এই তিন বিষয়েই প্রায় সব হাজিই ফেল করেন।

আল্লাহ কুরআনে হজ্জের যে নির্দেশনাগুলো দিলেন: ঝগড়া, গুনাহ, অশালীনতা করবে না। যারা হজ্জে যাবেন তারা একটা বিষয় খেয়াল করবেন, যতক্ষণ ইহরাম পরেন নি দেখবেন কারো সাথে ঝগড়া করছেন না, গীবত করছেন না, গুনাহের কাজে লিপ্ত হচ্ছেন না। আপনি খুবই অমায়িক এবং ভালো মানুষ। হজ্জের আগে আপনি আত্মীয় স্বজনকে দাওয়াত করে অত্যন্ত ভালোভাবে আপ্যায়ন করেছেন। সবার নিকট থেকে হাসিমুখে বিদায় নিয়েছেন। নিজের অতীতের ভুলগুলোর জন্য সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এককথায় আপনি এখন মাটির মানুষ।

কিন্তু ইহরাম পরার পরে কেন যেন মনে হয়, শয়তান মাথার উপর ভর করল। ইহরাম খোলার আগে পর্যন্ত হাজি সাহেব শুধু ঝগড়া করেন, গীবত করেন এবং অনেক অন্যায় কাজ করেন। আমি আপনাদের বললে বুঝতে পারবেন।

হজ্জের শুরু থেকেই ঝগড়া শুরু। ইহরাম পরলেন, শুরু হল ঝগড়া। কীভাবে?

এয়ারপোর্টে গিয়ে দেখবেন নানান মানুষ নানান মন্তব্য করছে। বিমানের ফ্লাইট দেরি হল কেন, খারাপ মন্তব্য। বিভিন্ন হাজিদের নিয়ে খারাপ মন্তব্য। কেউ যে মোআল্লিমের আন্ডারে যাচ্ছে তাকে গালি দিচ্ছে। কেউ বিমান কর্তৃপক্ষকে গালি দিচ্ছে। এভাবে এক হাজি আরেক হাজির সাথে বিভিন্ন বিষয়ে খারাপ মন্তব্য করেই যাচ্ছে। বাংলাদেশ যেহেতু মক্কা শরীফ থেকে দূরে সেহেতু ঝগড়ার পরিমাণ একটু কম। যখনই জিদ্দা এয়ারপোর্ট নামবেন আপনার ঝগড়ার পরিমাণটা কয়েক ডিগ্রি বাড়বে।

জিদ্দা এয়ারপোর্ট মানে কী? যেখানে প্রায় অর্ধকোটি মানুষ নামবে। আর সিকিউরিটি এই অর্ধকোটি মানুষের হাতের ছাপ নেয়া-সহ সব রকম পরীক্ষা করে সৌদি আরবের ভেতরে প্রবেশ করাবে।

যেসব সিকিউরিটি একাজে নিয়োজিত তাদের অধিকাংশই অদক্ষ। অদক্ষতার কারণ এরা স্থায়ী কর্মচারী নয়। সৌদি সরকার কিছু টাকার বিনিময়ে